بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৬ই মে, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনের দুটি যুদ্ধাভিযান এবং জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান সেবকের স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত আবু কাতাদাহ্ আনসারী (রা.)-র **খাদিরাহ্** অভিমুখে একটি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এটি ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত হয়। বনু গাতাফান গোত্রের একটি শাখা সেখানে বসবাস করত, যারা ইসলামের ক্ষতি করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। মুসলমানদের মধ্যে একজন যিনি সম্প্রতি বিবাহ করেছিলেন, তার মোহরানা পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না; তিনি মহানবী (সা.)-কে তার পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তিনি হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা.)-র নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠাতে যাচ্ছেন এবং যদি তিনি চান তবে তার সাথে যোগ দিতে পারেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, এই যুদ্ধাভিযানের গণিমতের মাল থেকে তার দেন মোহরানার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ পেয়ে যাবেন।

হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা.)-র নেতৃত্বে ১৬জন মুসলমানকে বনু গাতাফান অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানোর পর, হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা.) তার সঙ্গীদের জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত করেন এবং তাদের সম্বোধন করে বলেন, তারা যেন একে অপরের পাশ না ছাড়েন এবং শত্রুকে আক্রমণ করার সময় তার নেতৃত্ব অনুসরণ করেন। মুসলমানরা শত্রু সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলেন এবং তরবারি বের করে অতর্কিত আক্রমণ চালান। এটি লিপিবদ্ধ আছে যে, এই অভিযান পনেরো দিন স্থায়ী হয়, এবং দু'শ উট, একহাজর ছাগল এবং অনেক বন্দি মুসলমানদের হস্তগত হয়।

হযরত আবু কাতাদাহ (রা.)-র ইদাম অভিযান:

হুযূর (আই.) বলেন, ৮ম হিজরীর রমযান মাসে হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা.) **ইদামের** দিকেও একটি অভিযান পরিচালনা করেন। **ইদাম** ছিল নজ্দের একটি উপত্যকা, যেখানে বনু গাতাফান গোত্রের একটি শাখা বসবাস করত। মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয়ের জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সংকল্প করেন, তখন কৌশল হিসেবে তিনি হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা.)-কে **ইদাম** অভিমুখে প্রেরণ করেন, যাতে লোকেরা মনে করে যে, মহানবী (সা.) মক্কার পরিবর্তে **ইদামে** যাচ্ছেন। হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা.)-র সাথে এ যাত্রায় আটজন সাহাবী ছিলেন।

পথিমধ্যে, আমীর নামে জনৈক ব্যক্তি সৈন্যদলকে ইসলামী কায়দায় সালাম দিয়ে অভিবাদন জানায়, তাই তারা তাকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত হন। তবে, একজন সাহাবী যিনি আগে তার সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাকে চিনতেন, তিনি তাকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। এই অভিযানে আর কোনো যুদ্ধ হয়নি, কারণ তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। পথে, তারা সংবাদ পান যে, মহানবী (সা.) মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছেন; কাজেই, তারা ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কাভিযানে যোগ দেন। যখন তারা আমীরের সাথে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন, ইতিহাসে লেখা আছে যে, তখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ (সূরা আন্ নিসা: ৯৫)

‘হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর করো তখন ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে নিও। আর যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে বলো না যে, তুমি মু’মিন নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ করো, অতএব আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে প্রচুর ধনসম্পদ। তোমরা এর আগে এমনই ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। তাই তোমরা ভালোভাবে অনুসন্ধান করে নিও। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।’

হুযূর (আই.) বলেন, ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, এই আয়াত এই ঘটনার আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল, মহানবী (সা.) তাঁর অসন্তোষ প্রকাশের জন্য এ সময় এই আয়াত পাঠ করেছিলেন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, পরবর্তীতে তিনি মক্কা বিজয়ের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করবেন।

হুযূর (আই.) বলেন, **তিনি এখন জামা’তের একজন প্রবীণ সেবকের উল্লেখ করবেন, যিনি একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, খিলাফতের প্রতি নিবেদিত এবং ধর্মের অতুলনীয় সেবক ছিলেন যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, এবং আরেকজন আহমদীর উল্লেখও করবেন যিনি বন্দী অবস্থায় সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে, তিনিও শহীদের মর্যাদা অর্জন করেছেন।**

হুযূর (আই.) বলেন, সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব ছিলেন হযরত সৈয়দ মীর মুহাম্মদ ইসহাক (রা.)-র পুত্র। তিনি হযরত নুসরত জাহান বেগম সাহেবা (রা.)-র ভাতিজা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-র জামাতা ছিলেন। তিনি কাদিয়ান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ অর্জন করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর দিন তিনি ইসলাম আহমদীয়াতের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেবের পুত্র, মুহাম্মদ আহমদ লিখেছেন, তাঁর পিতা ১৭ই মার্চ - যেদিন তিনি ধর্মের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন - সেই দিনটিকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব বর্ণনা করেন, দ্বিতীয় খলীফা (রা.) সেদিন গোটা দিন তাদের বাড়িতে কাটিয়েছিলেন, সেখানে নামায আদায় করেছিলেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিয়েছিলেন এবং তাতে তাঁর পিতার ধর্মসেবার বৃত্তান্ত ছিল। সেই মুহূর্তে, যখন তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সী ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, তিনি ধর্মের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চান। দ্বিতীয় খলীফা (রা.) এতে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তিনি তাঁর এই অঙ্গীকার এমনভাবে পূর্ণ করেছেন যা অন্যরা খুব কমই করে।

হুযূর (আই.) বলেন, তিনি যুক্তরাজ্যে একজন মিশনারী হিসেবে জামা’তের সেবা করেছেন। এখানে তিনি হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.)-র সাথে পড়াশোনাও করেছেন। তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার অধ্যাপক হিসেবে, তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেনে মিশনারী হিসেবে, তারপর ওয়াকিলুত্ তাসনীফ হিসেবে, তারপর জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ওয়াকিলুত্ তালীম, গবেষণা সেলের ইনচার্জ এবং নূর ফাউণ্ডেশনের সভাপতি হিসেবেও সেবা করেছেন। তিনি দ্বারুল্ ইফতার একজন সদস্যও ছিলেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠনের সেক্রেটারি ও সহ-সভাপতি হিসেবেও সেবা করেছেন।

হুযূর (আই.) বলেন, একাডেমিক ক্ষেত্রে তাঁর অনেক বড়ো বড়ো অর্জন ছিল। তিনি চতুর্থ খলীফা (রহ.) কর্তৃক পবিত্র কুরআনের উর্দু অনুবাদে সহায়তা করেছেন। তিনি হাদীসের ছয়টি প্রামাণিক গ্রন্থ বিভিন্ন ব্যাখ্যাসহ উর্দূতে অনুবাদ করেছেন। তিনি বাইবেলের ওপর ব্যাখ্যাসহ

অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর কাফন ও মলম সম্পর্কে উৎকৃষ্ট গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা মহানবী (সা.)-এর জীবনকে ঘিরে অনেক বিষয়ে বিস্তৃত। তিনি স্পেনের বাশারত মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর বহন করার সম্মানও অর্জন করেছিলেন যার ওপর দাঁড়িয়ে তৃতীয় খলীফা (রহ.) দোয়া করিয়েছিলেন। তাঁর বিবাহের ঘোষণা দ্বিতীয় খলীফা (রা.) দিয়েছিলেন, যা দ্বিতীয় খলীফা (রা.)-র কন্যা আমাতুল মতিন সাহেবার সাথে হয়েছিল। বিবাহের ঘোষণার সময়, দ্বিতীয় খলীফা (রা.) তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির, সৈয়দ মীর দাউদ আহমদ এবং হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.), যাদের তিনি পড়াশোনার জন্য যুক্তরাজ্যে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা যেন ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, যাতে তারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বইপুস্তক এবং জামা'তের অন্যান্য সাহিত্য ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারেন এবং এটিও মাথায় ছিল যে, 'দ্য রিভিউ অফ রিলিজিয়নস'-এর জন্য একজন দক্ষ সম্পাদকের প্রয়োজন ছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, তৃতীয় খলীফা (রহ.) সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেবের পুত্রের বিবাহের ঘোষণা দেন এবং তাঁর খুতবায় ধর্মসেবায় তাঁর নিবেদনের প্রশংসা করেন। যারা মিশনারী হতে চান একবার তিনি তাদের পরামর্শ দেন যে, তারা যেন তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য ভোর ৩টায় ঘুম থেকে উঠেন, তারা যেন পাঁচবেলার নামায মসজিদে জামাতে আদায় করেন, এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং মহানবী (সা.), প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ও খিলাফতের ভালোবাসা অর্জনের জন্য প্রতিদিন দোয়া করেন। তিনি আরো পরামর্শ দেন, আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করা, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। তিনি যুগ খলীফাকে নিয়মিত চিঠি লেখার, নির্ধারিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করার, পিতামাতার সেবা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করার, পবিত্র কুরআনের অনুবাদ শেখার, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সমস্ত বইপুস্তক কমপক্ষে তিনবার পড়ার, আল ফযল পত্রিকা এবং আরেকটি পত্রিকা প্রতিদিন পড়ার, প্রতিদিন অন্তত একটি মানবসেবামূলক কাজ করার পরামর্শ দেন।

হুযূর (আই.) বলেন, সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেবের পুত্র, সৈয়দ গোলাম আহমদ ফাররুখ বলেন, তাঁর পিতা তাঁর নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি স্বীয় ভালোবাসা ও নিবেদন প্রকাশ করতেন। হুযূর (আই.) সাক্ষ্য দেন, তিনি নিজেও তাঁর নামাযের নিবেদন দেখেছেন, এবং তাঁকে প্রায়ই মসজিদের এক কোণে নামাযে মগ্ন অবস্থায় দেখা যেত। তাঁর পুত্র বলেন, তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর নিবেদন এমনভাবে প্রকাশ করতেন যেমন তাঁর ডায়েরীতে শুধু 'আল্লাহ্' শব্দ দিয়ে লাইনের পর লাইন লেখা আছে। একবার, তাঁর পুত্র তাঁর ডায়েরীতে লেখা দেখেন, **'হে আমার আল্লাহ্, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'** তাঁর পুত্র বলেন, তাঁর পিতা তাঁর সিজদাতে এমন কবিতা আবৃত্তি করতেন যা আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও নিবেদন প্রকাশ করত। তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, তাঁর তাহাজ্জুদ নামাযে, তিনি আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করতেন, এবং তারপর মহানবী (সা.), প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ও তাঁর পরিবার, খলীফাদের জন্য দোয়া করতেন, এবং তারপর তাঁর নিজের দাদা থেকে শুরু করে, পর্যায়ক্রমে তাঁর নিজের পরিবারের জন্য দোয়া করতেন। তিনি অন্যদের জন্য দোয়া করাকে মানবসেবার সর্বোত্তম রূপ মনে করতেন। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর দেখানো আদর্শ অনুসরণ করার জন্য সংগ্রাম করতেন। তাঁর পুত্র বলেন, একদিন যখন তাঁর পিতা একটি অস্বস্তিকর চেয়ারে বসেন আর তিনি নিজে একটি আরামদায়ক চেয়ারে বসে ছিলেন। তাই তিনি উঠে দাঁড়ান যাতে

তাঁর পিতা সেই আরামদায়ক চেয়ারে বসতে পারেন, কিন্তু সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব তাতে বসতে অস্বীকার করে বলেন, মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন কাউকে উঠিয়ে তার জায়গায় না বসার জন্য। যদিও তিনি তাঁর পুত্র ছিলেন, তথাপি তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালন করবো। মহানবী (সা.) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর জন্ম ও মৃত্যুর দিনগুলিতে, তিনি দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি মনোনিবেশ করতেন।

হুযূর (আই.) বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে বিচারক বলেছিলেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে নিন্দা করেছেন। একথা শুনে তিনি খুবই বিচলিত হন এবং বিচারককে খুব দৃঢ়ভাবে জবাব দেন, বলেন, তাঁর পক্ষে কোনোভাবেই মহানবী (সা.)-কে অপমান করার কথা কল্পনাও করা যায় না এবং এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে একদিনের জন্য কারাগারেও রাখা হয়েছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর প্রতিও গভীর ভালোবাসা রাখতেন। তিনি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করতেন। কারাগারে থাকার দিনে, তিনি তাঁর পুত্রকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) রচিত 'বারাহীনে আহমদীয়া' বইটি আনতে বলেন। মিয়াঁ খুরশীদ আহমদ সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কীভাবে এমন একটি গ্রন্থ তাঁর বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বেন। সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব বলেন, এই বই তাঁর জন্য কঠিন নয়, কারণ তিনি ইতিমধ্যে এটি প্রায় পাঁচবার পড়েছেন। সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেবের পুত্র বলেন, একবার আল্ ফযল পত্রিকা জামাতের বুযূর্গদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল, এবং যখন তারা তাঁর পিতার সাক্ষাৎকার নেন, তিনি শুধু বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সবচেয়ে বড়ো মো'জেজা ছিল মানুষ ও জীবন্ত আল্লাহ্‌র মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা। তিনি পার্থিব জ্ঞানের প্রতিও গভীর আগ্রহী ছিলেন, বিশেষ করে বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং তিনি পর্বতারোহণ সম্পর্কিত বইও পড়তেন। তিনি উর্দু, আরবী, ইংরেজি, স্প্যানিশ, ইতালীয় এবং হিব্রু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি ইতালীয় ভাষা অধ্যয়ন করেন কারণ দ্বিতীয় খলীফা (রা.) তাঁকে ইতালিতে পাঠানোর উদ্দেশ্যে এটি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও তাঁকে ইতালীতে পাঠানো হয়নি কিন্তু তিনি তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত ইতালীয় ভাষা অধ্যয়ন চালিয়ে যান, কারণ তিনি এটিকে দ্বিতীয় খলীফা (রা.)-র একটি চলমান নির্দেশ মনে করতেন যা এখনো প্রযোজ্য।

হুযূর (আই.) বলেন, জামেয়া আহমদীয়ার বর্তমান অধ্যক্ষ মুবাশ্বের আইয়াজ বলেছেন, তিনি জ্ঞানের এক সাগর ছিলেন। তাঁর জীবন কাজ দ্বারা সংজ্ঞায়িত ছিল। 'ছুটি' শব্দটি তাঁর শব্দভাণ্ডারে ছিল না। তাঁর আনুগত্য অনুকরণীয় ছিল। তিনি এক্ষেত্রে একটি আদর্শ ছিলেন। যখন তিনি জামেয়া আহমদীয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি সকাল ৭:২০ টায় তাঁর অফিসে যেতেন যখন ক্লাস শুরু হতো। তিনি সাইকেল চালাতেন এবং কয়েকবার পড়েও গিয়েছিলেন। হুযূর (আই.) তাঁকে নির্দেশ দেন, তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে, তিনি এখন থেকে সকাল ১০টায় তাঁর অফিসে যেতে পারেন। একবার, তাঁকে সকাল ১০টার কিছু আগে আঙ্গিনায় হাঁটতে দেখা যায়। যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেন তিনি বাইরে আছেন, তিনি বলেন, ১০টা বাজার অপেক্ষা, কারণ তাঁকে সকাল ১০টায় অফিসে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, কাদিয়ানের একজন মুরব্বী তানভীর নাসির বলেন, একবার সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব কাদিয়ানের মসজিদের সামনের সারিতে এদিক-ওদিক হাঁটছিলেন আর তিনি আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন ছিলেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেন তিনি সামনের সারিতে হাঁটছেন, তিনি বলেন, তিনি দ্বিতীয় খলীফা (রা.)-কে এমনটি করতে দেখেছেন

আর তাই তিনিও একই জায়গায় হাঁটতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় খলীফা (রা,)-র প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, ফিরোজ আলম সাহেব লিখেছেন, তিনি যখন সেখানে পড়াশোনা করছিলেন তখন সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব জামেয়া আহমদীয়ার অধ্যক্ষ হন। তিনি শুধু একজন আলেমই ছিলেন না, বরং আরও বেশি, তিনি তাঁর আচরণ ও চরিত্র এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর নিবেদনের মাধ্যমে একটি স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন। তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়াতেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর শেখানো যুক্তিগুলোই শিক্ষা দিতেন। একবার, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর লেখা অনুসারে হযরত ঈসা (আ.)-এর মো'জেজা সম্পর্কে পড়ানোর সময় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বর্তমান সময়েও কি মো'জেজা ঘটে? তারপর তিনি জলসা সালানা চলাকালীন ডিউটি দেওয়ার সময়কার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যখন পর্যাপ্ত খাবার ছিল না। অতিথিরা এসেছিলেন এবং যে সামান্য খাবার ছিল তা বিতরণ করা শুরু হয়, এবং কীভাবে আল্লাহ্ খাবারে এত বরকত দেন যাতে সবাই খেতে পারে এবং কোনো ঘাটতি হয় না।

হুযূর (আই.) বলেন, তাঁর নাতি সৈয়দ হাশের, আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর দাদার নিবেদনের গভীর প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন। এখন যেহেতু তিনি একজন মুরব্বী, তাই তাকে তাঁর দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। তাঁর নাতি বলেন, তাঁর দাদার পবিত্র কুরআনের প্রতি এমন গভীর ভালোবাসা ছিল যা তিনি আগে কখনো দেখেন নি। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। যখন তিনি শিশু ছিলেন, তাঁর দাদা তাঁকে তাহাজ্জুদের পরে ফজরের নামাযের জন্য জাগাতেন, এবং তিনি লক্ষ্য করেন যে এরপর, তিনি অত্যন্ত যত্ন ও ভালোবাসার সাথে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন, যা তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যখন সৈয়দ হাশের কানাডার জামেয়ায় ভর্তি হন, তার দাদা তাকে তার পড়াশোনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, বিশেষ করে পবিত্র কুরআন, এর অনুবাদ এবং তফসীর সম্পর্কে। সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব তাঁর নাতিকে বলেন, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বইগুলো অনেকবার পড়েছেন, আর প্রতিবারই তিনি নতুন বিষয় খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বইপুস্তক পড়ার মাধ্যমে, একজন মানুষ পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের অর্থ আরো ভালোভাবে বুঝতে পারে।

হুযূর (আই.) বলেন, একবার সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব তাঁকে বলেন, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সমস্ত বইপুস্তক তিনবার করে অধ্যয়ন করেছেন এবং কিছু বই তিনি তিনবারের চেয়েও বেশি পড়েছেন। তবুও, তিনি বিনয়ী ছিলেন এবং নিজের জ্ঞান প্রকাশ করতে চাইতেন না।

হুযূর (আই.) বলেন, সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেবের খিলাফতের প্রতি গভীর আনুগত্য ছিল। সৈয়দ হাশের জানান, একবার হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার সময় পাকিস্তানে বিদ্যুৎ চলে যায় এবং টিভি বন্ধ হয়ে যায়। সৈয়দ হাশের উঠে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার দাদা তাকে বসে থাকতে বলেন, কারণ এটি বলা যায় না যে, কখন বিদ্যুৎ চলে আসবে, আর যখন তা আসবে তখন তার হুযূর (আই.)-এর একটি শব্দও মিস করা উচিত হবে না। আরেকবার, সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ জানতেন না যে, হুযূর (আই.) ভাষণ দিচ্ছেন। যখন তিনি জানতে পারেন, তিনি তাঁর আইপ্যাডে সেটি চালানো নিয়ে সমস্যায় পড়েন। এরপর তিনি এসে তার দাদাকে ভাষণটি শুনতে সাহায্য করেন, এবং সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব তাকে এই উপকার করার জন্য ধন্যবাদ জানান। হুযূর (আই.) বলেন, তিনি শিশুদের প্রতিও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

হুযূর (আই.) বলেন, **'দ্য রিভিউ অফ রিলিজিয়নস'এর** সম্পাদক আমের সফীরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন জামাতের আলেমদের সাথে প্রবন্ধ লেখার জন্য যোগাযোগ করতে, যার মধ্যে সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেবও ছিলেন। যখন সম্পাদক, সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেবের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন, তখন পাকিস্তানে অনেক রাত ছিল, এবং তাকে জানানো হয়েছিল যে সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব ঘুমাচ্ছেন। তবে, ঘটনাচক্রে তিনি সে সময় জেগে উঠেন এবং কথা বলেন, সম্পাদক তাঁকে হুযূর (আই.)-এর নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করেন। পরের দিন, সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব দ্য রিভিউ অফ রিলিজিয়নসের জন্য হুযূর (আই.)-কে একটি ১৫ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লিখে পাঠান এবং বলেন, তিনি প্রবন্ধ পাঠানো চালিয়ে যাবেন। তিনি জলসা সালানা ইউকে'তে প্রদর্শিত **টুরিন শ্রাউড** প্রদর্শনীতেও অংশ নিতেন, কারণ তিনি নিজেই এক্ষেত্রে গভীর গবেষণা করেছিলেন। এ বিষয়ে এবং সব বিষয়েই তাঁর নিজস্ব গবেষণা ছিল, তবে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) যা বলেছেন তা অধ্যয়ন করা প্রথম কাজ ছিল। একইভাবে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়ার বিষয়ে, সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) সেই মলমের ওপর মনোনিবেশ করেছিলেন যা তাঁর ক্ষত নিরাময় করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। টুরিন শ্রাউডের শীর্ষ বিশেষজ্ঞ, **ব্যারি শোয়ার্টজ**, সাক্ষ্য দেন, যদি আহমদীয়া জামা'ত হযরত ঈসা (আ.)-এর মলমের মাধ্যমে তাদের অবস্থান প্রমাণ করতে সক্ষম হয়, তবে তাঁর স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, অনেক মুরব্বী লিখেছেন তাঁর দেওয়া একটি কমন উপদেশ হলো, তিনি বলেন, একজনের **قبر** (কিউ, বি, আর) শব্দটি মনে রাখা উচিত: Q for Quran (কুরআন), B for Bukhari (বুখারী), এবং R for Ruhani Khaza'in (প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর লিখিত রচনাসমগ্র)। যদি কেউ এই বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ হয় এবং এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে তারা তাদের প্রচেষ্টায় সফল হবে।

হুযূর (আই.) বলেন, তিনি খিলাফতের একজন মহান সাহায্যকারী ছিলেন; তিনি বিশ্বস্ত, আনুগত্যশীল এবং নিবেদিত ছিলেন। এমন মহান সাহায্যকারী খুব কমই পাওয়া যায়। হুযূর (আই.) বলেন, তিনি এখনো তাঁর মতো আর কাউকে দেখেন নি। হুযূর (আই.) দোয়া করেন, ভবিষ্যতে এমন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক এবং আল্লাহ্ খিলাফতকে এমন সাহায্যকারী দিতে থাকুন। হুযূর (আই.) দোয়া করেন, আল্লাহ্ তাঁর বংশধরদের জন্য তাঁর দোয়া কবুল করুন এবং তাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সক্ষম করুন।

এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) করাচির ডা. তাহির মাহমুদ, যিনি সম্প্রতি কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। জুমুআর নামায পড়ার অপরাধে তাকে পুলিশ অভিযুক্ত করে এবং গ্রেফতার করে। তাঁর জামিনের শুনানির সময়, তিনি জনতার হামলার শিকার হন এবং তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। আসলে, একজন পুলিশ অফিসার তাকে গুলি করতে জনতাকে উৎসাহিত করে। তিনি কারাগারে নির্যাতনের শিকার হন। তাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এবং খলীফাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য করা হচ্ছিল; তবে, তিনি অস্বীকার করেন এবং অটল থাকেন। তিনি দু'মাস যাবত কারাগারে ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিডনি সংক্রমণের কারণে তাঁকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যা খুব সম্ভবত কারাগারে তার ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছির সে কারণে হয়েছিল। তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেও তাকে শিকলাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই ধরনের পরিস্থিতির কারণে, তাকে একজন শহীদই বলা যায়। তিনি বিভিন্ন পদে থেকে জামাতের সেবা

করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি অনেক লোককে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন, যার মধ্যে জেলে থাকা লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত। তিনি কোনো ভয় ছাড়াই জেলে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি আগেও ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের কারণে একবার জেলে গিয়েছিলেন। তার স্ত্রী সাক্ষ্য দেন, বাড়িতে তার আচার-আচরণ অনুকরণীয় ছিল। তার একজন পুত্র মুরব্বী হিসেবে জামাতের সেবা করছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী, এক কন্যা এবং তিন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। হুযূর (আই) দোয়া করেন, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নত করুন এবং তার সন্তানদেরকে পিতার সদগুণাবলী ধরে রাখার তৌফিক দিন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)